EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 8802-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের বক্তব্য

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন সমাবর্তন অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম, ২১শে মে, ২০১৫

সফররত সুধীবৃন্দ
সম্মানিত প্রধান অতিথি, আচার্য্য চেরি ব্লেয়ার,
নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসকগণ, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য এবং শিক্ষকবৃন্দ
অ্যালামনাইবৃন্দ
গর্বিত মাতা-পিতা এবং বন্ধুগণ এবং
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ক্লাস-২০১৫ এর সদস্যবৃন্দ
আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা

আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি যে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আপনাদের সাথে উদযাপন করার জন্য; আপনাদের অর্জনের প্রশংসা করতে এবং আপনাদের শুভকামনা জানাতে যখন আপনারা ক্যারিয়ার ও জীবনের একটি নতুন ধাপে উন্নীত হচ্ছেন। চট্টগ্রামে এটি আমার প্রথম সফর এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই বিশাল শহরের যে কত অবদান রয়েছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই চমৎকার গ্রীষ্মের সকালে আপনাদের সকলের উপস্থিতি!

আজকে এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আরও উপলব্ধি করলাম যে, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের একটি মহৎ লক্ষ্য আছে এবং বেশ অল্প সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চৌকস,

উচ্চাভিলাষী ও পরিশ্রমী তরুণীদের বাংলাদেশ এবং এশিয়া সহ বিশ্বব্যপী নেতৃস্থানে অধিষ্টিত করার প্রস্তুতিতে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের পৃষ্ঠপোষক হতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার একটি উদাহরণ হল, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের মধ্যকার অংশীদারিত্ব যার মাধ্যমে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তরুণ মেধাবী নারীদের কাজের সুযোগ তৈরি করা যা কিনা এই গুরুত্বপূর্ণ শাখায় নারীদের অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা করবে ও সামগ্রিক দক্ষতাকে বৃদ্ধি করবে। আফনিস্তান থেকে আগত ছাত্রীদের এইউডাব্লিউতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অংশীদারিত্ব করছে। পরিবর্তনের জন্য যাদের ইতিবাচক কণ্ঠস্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্নাতকদের সাথে যুক্ত হয়ে এই অঞ্চলব্যাপী নারীর ভুমিকাকে আরও অগ্রসর করবে।

আজকে আমরা এখানে এসেছি ১২টি দেশ থেকে আসা ১১৫ জন অসাধারণ স্নাতকদের সাফল্য উদযাপন করতে। আমরা জানি অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা, শিক্ষা দেওয়া ও ক্ষমতায়ন করার প্রতিশ্রুতির কারণে আমাদের পৃথিবীটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। এই অসাধারণ তরুণ নারীদের অসামান্য কৃতিত্বকে করতালির মাধ্যমে সাধুবাদ জানানোর জন্য আমি উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আশা করা হচ্ছে যে সমাবর্তনের বক্তারা স্নাতকদের জন্য ভাবগম্ভীর ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিবেন কিন্তু আমার মনে হয় আমি যা বলব তার একটা বড় অংশ আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন।

আপনারা জানেন আমরা আপনাদের নিয়ে কতটা গর্বিত। একবার শুধু এই অধ্যাপকগণ, কর্মী, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের দিকে তাকান! যারা আপনাদের সম্পর্কে ভালো জানেন – এবং আমরা যারা শুধু আপনাদের সম্পর্কে জানি – আপনাদের অর্জনের অনুভুতিগুলোকে ভাগাভাগি করে নিই এবং এই মাইলফলকে পৌছানোর জন্য আপনাদের অধ্যবসায় ও সাফল্যকে সম্মান জানাই।

আপনারা জানেন যে আজকে এখানে সবাই, বিশেষ করে আপনাদের পরিবার ও বন্ধুরা একটি অসাধারণ আবেগঘন মূহুর্তের সম্মুখীন হচ্ছেন। আজকের এই দিনটিকে সম্ভব করার জন্য আপনারা এবং আপনাদেরকে যারা সহায়তা করেছেন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন তরুণ যুবা হিসাবে এটি কেবলই আপনাদের সূচনা।

আপনারা আরো জানেন, এআইডাব্লিউএর নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকরা, প্রশাসন ও কর্মকর্তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে যাতে করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে আপনাদের ক্ষমতায়ন হয়। আপনাদের কর্মজীবন পরিচালনার জন্য এই শিক্ষার উপর আপনাদের নির্ভর করতে হবে।

এআইডাব্লিউতে আপনাদের সহপাঠীরা যারা এশিয়া ও বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কাছ থেকেও আপনারা জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়েছেন। এআইডাব্লিউ এর মূল বিশ্বাস হচ্ছে পৃথিবীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব এবং দারুণ অগ্রগতি করা সম্ভব যা মানবজাতির উপকার করবে বিশেষ করে যখন বিভিন্ন দেশের মানুষ একসাথে কাজ করে - যা এই বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে দিয়েছে এবং আপনারা তা গ্রহণ করছেন।

আপনারা প্রত্যেকে নিজ দেশের অনন্য সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন আপনাদের শিক্ষায় এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে। আমাদের ক্রমেই ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে অবদান রাখার জন্য, এর সফলতার জন্য সারা বিশ্বে আপনাদের যে আরো অপরপক্ষ আছে তাদের থেকে আপনারা অনেক বেশি প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরে আমার ত্রিশ বছরেরও বেশি কর্মজীবনে আমি অনেক সৌভাগ্যবান এবং পেশাগতভাবে সন্তুষ্ট যে আমি অন্যদেরকে সেবা দিতে সক্ষম হয়েছি। এটা একটা চমৎকার এবং পুরষ্কৃত যাত্রা ছিল। আমার কর্মজীবনের শুরুতে একজন তরুণ রাজনৈতিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে দু'বার রাষ্ট্রদূত হিসেবে, প্রথমে সেনেগাল ও গিনি বিসাউ এবং এখন প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং আমেরিকান জনগণকে বাংলাদেশের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান। আজ আপনারা যেখানে

বসে আছেন একজন তরুণী হিসেবে আমি যখন সেখানে ছিলাম পৃথিবী অনেক অন্য রকম ছিল। অনেক বাধা অতিক্রম করতে হতো।

গত কয়েক দশকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার শিখতে পেরেছি। বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং উন্নতি পৃথিবীর সব নারী ও মেয়ে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে নারী ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শান্তি সমঝোতা এবং নিরাপত্তা সহায়তার মত ব্যপারগুলোতে নারীর মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংঘর্ষ বন্ধ এবং স্থায়ী শান্তি চুক্তির দিকে যাওয়া যাবে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবং যখন নারী ও পুরুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত থাকে, সরকার ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বশীল হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সারা বিশ্বে তাদের সহযোগীদের সাথে যোগ দিয়ে বৈশ্বিক উন্নতি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও নারী ও মেয়ে শিশুদের অধিকার এগিয়ে নিতে কাজ করে যাবে।

কি দারুণ একটা সময়! আপনারা ১১৫ জন তরুণী পৃথিবীতে নিজেদের পায়ের ছাপ রাখতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, বিশ্ব সম্প্রদায় চলমান সব সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যার সমাধান অসম্ভব মনে হতে পারে - যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, অসুস্থতা, দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চরমপন্থার উত্থান এবং অজ্ঞতা যা নারীদের অবস্থান ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলছে। তবে আমি বলতে চাই, একজন নারীর জন্য এর চেয়ে ভালো সময় এই পৃথিবীতে আর হতে পারে না। এবং কিভাবে নাগরিকদের জীবনের মান স্থায়ী ভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে এই অঞ্চলে অনেক দেশকেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই দক্ষিণ, মধ্য অথবা পূর্ব এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করার এর চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না। এই কথাটা বিশেষ করে সত্যি বাংলাদেশের জন্য, এই অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের দেশে গড়ে তোলার জন্য এবং মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

বাংলাদেশে ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে তার অংশীদার হতে পারে আমরা গর্বি ত।

সরকারের সাথে সরকারের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে... তা হল , জনগণের সাথে জনগণের শক্তিশালী সম্পর্ক যা অবিরত পৃথিবীব্যপী মজবুত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করছে ও নেতৃ ত্ব দিচ্ছে এবং যা টেকসই অংশীদারিত্বগুলোকে আরও সামনে এগিয়ে নিচ্ছে।

মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের কথা যখন আসে, আজ আমরা এখানে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, কানাডা, চীন, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য, ভিয়েতনাম এবং যুক্ত রাষ্ট্র থেকে একত্রিত হয়েছি - সবাই বৃত্তি পাওয়ার সময় যে অঙ্গীকার করেছিলাম, সেবা এবং নেতৃত্ব দেয়ার তা উৎযাপন করতে।

যেহেতু এটা একটা সমাবর্তন বক্তৃতা, আমি অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু কথা বলা জরুরী মনে করছি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি আঞ্চলিক পত্রিকার কলাম লেখক ও নিউইয়র্কের জনপ্রিয় গ্রন্থকার রেজিনা ব্রেট থেকে আমি অনুপ্রেরণা নেই। আমি আপনাদের অনুরোধ করবো সময় পেলে ইন্টারনেটে তার সম্পর্কে পড়তে। তার ২০০৬ সালের "ফোর্টি ফাইভ লেসনস অ্যান্ড ফাইভ টু গ্রো অন" এর জীবন সম্পর্কে প্রতিটি শিক্ষা সত্যিকার অর্থে মনে রাখার মত। আজ আমি আমার প্রিয় কয়েকটি অংশ আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

শুরু করার জন্য তালিকার ৪৮ নম্বর একটি ভাল জায়গা, যেখানে বলা হয়েছেঃ "আপনি কিছু না চাইলে তা অর্জন করতে পারবেন না।" এটি সবার জন্যই খুব সুন্দর একটি উপদেশ কিন্তু এটা তাদের খুব বেশি কাজে লাগতে পারে আপনাদের মধ্যে যারা প্রথম চাকুরি খুঁজতে যাবেন। অনেক বছর ধরে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আপনি যদি আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের তাদের সেরাটা দিতে না বলেন তবে সে সম্ভাবনা খুবই কম যে

আপনি তাদের কাছ থেকে সেটা পাবেন। একটি কাজের শুরুতে আপনি যদি তাদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা না দিয়ে থাকেন তবে আপনি ঠিক কী চান তারা হয়তো তা বুঝতেই পারবে না। একজন কর্মচারীর জন্যেও এই একই কথা প্রযোজ্য। একটি পদে কাজ শুরু করার পর আপনি যদি আরো বেশী দায়িত্ব নিতে চান অথবা আরো বেশী অবদান রাখতে চান কিংবা ভিন্নভাবে কাজ করতে চান, তাহলে আপনার সহকর্মীদের বা ব্যবস্থাপককে আপনার সেই প্রয়োজনের কথা না বলতেই তারা তা বুঝে যাবেন সেটা প্রত্যাশা করা উচিত নয়। আর আমাদের সবারই কি আগে থেকে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা অনুমান করে ফেলার প্রবণতা নেই? অথবা আমরা কি প্রত্যাশা করি না যে একটি কাজ যেভাবে সবসময় হয়ে আসছে সেভাবেই হওয়া উচিত? আপনি অসাধারণ ফলাফল পেতে পারেন এইসব অনুমান চ্যালেঞ্জ করে অথবা "কী হবে যদি ...?" ইত্যাদি প্রশ্ন করার মাধ্যমে।

"আপনি কিছু না চাইলে তা অর্জন করতে পারবেন না" এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হলো কোন বিষয়ে অবস্থান গ্রহণ করা, এ বিষয়ে কথা বলা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করার আত্মবিশ্বাস থাকা। দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা এবং মালিকানা ইত্যাদি অর্জন করার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু দক্ষতা। সম্প্রতি আমরা তরুণীদের দেখেছি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতে। আমি বলি "তাদের এই সাহসিকতার জন্য সাবাশ!" এবং আপনারা জানেন কি নারীদের এই কণ্ঠস্বর অন্যদের মাঝে সাহস সঞ্চার করছে রুখে দাড়াতে, প্রতিবাদ জানাতে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

তালিকায় থাকা ৪৫ নম্বর স্পষ্টভাবে বলছেঃ "সেরাটা এখনো আসেনি।" আপনাদের জীবনে যতই অসাধারণ অথবা উৎসাহব্যঞ্জক সময় আসুক না কেন, নিশ্চিতভাবেই আজকে আপনারা এই বাণীতে বিশ্বাস করতে পারেন, কেননা আপনাদের হাতে আছে ডিগ্রি, আপনারা এখন নতুন জ্ঞানের শক্তি এবং নতুন প্রতিজ্ঞায় সজ্জিত। কিন্তু আমি আপনাদের প্রতিদিন এভাবেই ভাবতে অনুরোধ করছি। সবসময়ই নতুন কিছু করার, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং আরো বেশী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ রয়েছে। এতক্ষণে আপনারা সম্ভবত ধারণা করতে পেরেছেন যে আমি একজন আশাবাদী

মানুষ। আমি সবসময় অবাক হই এই ভেবে যে কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর তা অর্জন করা কতো সহজ।

আমি ১০ নম্বর উপদেশটি দিয়ে শেষ করতে চাইঃ "চকোলেট থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা বৃথা।" আমার জন্য এটিই সত্য! চকোলেট আমার জন্য সবসময়ই একটি প্রণোদনা। এবং আপনি যদি জানেন আপনার জন্য এরকম প্রণোদনার বিষয়টি কী তবে তা আপনাকে সেই দিনগুলোতে পথ চলতে সাহায্য করবে যখন আপনি হয়ত খুব ক্লান্ত অথবা নিরুৎসাহিত বোধ করতে পারেন।

মিস ব্রেট এর অনেকগুলো জীবনমুখী উপদেশ আবর্তিত হয় সুন্দরকে দেখে, যা কিছু আপনাকে আনন্দ দেয় সেগুলো করে এবং বাঁচার আনন্দ থেকে। আজকের দিনে আপনাদের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কী শুভ কামনা জানাতে পারি!

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ক্লাস ২০১৫, আপনাদের অভিনন্দন!

ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*